সমকাল

তারিখ 08 OCT 2015
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

১৯ অক্টোবর ক্লাস বর্জন

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কলেজ শিক্ষকদের নিষ্ফল বৈঠক

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ব্যানারে আন্দোলনরত সরকারি কলেজশিক্ষকদের সঙ্গে নিষ্ফল-বৈঠক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল বুধবার বিকেলে সচিবালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোনোরকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠকটি শেষ হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের ঘোষিত সব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এর আগে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র নেতারা দুপুর ২টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন। সেখানে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরীন বেগম জানান, তারা এখন মনে করছেন, কঠিন কর্মসূচি দেওয়া ছাড়া তাদের দাবি আদায় হবে না। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কলেজ শিক্ষকদের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

সারাদেশের সরকারি কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষা ক্যাডাররা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সামনে মানববন্ধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ মতবিনিময়ে অংশ নেন। সমকালের চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, চট্টগ্রামসহ সারাদেশের ৩০৬টি কলেজে গতকাল শিক্ষকরা একযোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।

ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নাসরীন বেগম জানান, আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে তাদের দাবি আদায়ের পক্ষে সরকারি কোনো আশ্বাস না পেলে ১৯ অক্টোবর সরকারি কলেজগুলোতে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করবেন তারা। আর ১ নভেম্বর শিক্ষা ভবনের শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সমিতির মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে কোনো সিদ্ধান্ত জানাতে পারেননি শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রী তাদের দাবির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তারা আন্দোলনের তারিখ পরিবর্তন করেছেন। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ১৩ ও ১৪ অক্টোবর ক্লাস বর্জন করার ঘোষণা ছিল। এটি পরিবর্তন করে ১৯ অক্টোবর ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শিক্ষকরা। এ ছাড়া ১৮ অক্টোবর শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। এ তারিখ পরিবর্তন করে আগামী ১ নভেম্বর অবস্থান করবেন তারা।

লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, তারা কোনো পৃথক বেতন স্কেল চান না। বর্তমান বেতন কাঠামোতেই শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা সম্ভব। অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পুনর্বহাল চান তারা। শিক্ষক নেতারা বলেন, সম্প্রতি অষ্টম বেতন কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারদের অধ্যাপক পদে বেতন বৈষম্য নিরসনে তাদের দাবি বিবেচনায় না এনে বরং ঘোষিত বেতন কাঠামোতে অধ্যাপক পদের স্কেল ও গ্রেড অবনমন করা হয়েছে। সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাতিল করায় প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপকসহ শিক্ষা ক্যাডারের সর্বস্তরের বেতন বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমিতির সভাপতি নাসরীন বেগম বলেন, তারা শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো চান না। ঘোষিত কাঠামোতেই আপগ্রেডেশন ও সিলেকশন গ্রেড এবং টাইম স্কেল বহাল রেখে শিক্ষকদের এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো হলে তাদের ক্যাডার থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে। এসব চক্রান্ত হচ্ছে বলে তারা আশঙ্কা করছেন। দাবি আদায়ে কঠোর কর্মসূচির কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।